দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 5 1999
পৃষ্ঠা: ৪২ কলাম ৩

# বুয়েট কবে খুলবে কেউ বলতে পারে না

॥ কৈলাস সরকার ॥

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত বুয়েট খোলার কোন সম্ভাবনা নেই। তদন্ত কমিটির কাজ শেষ হতে সময় লাগবে কমপক্ষে আরো দুসপ্তাহ।

বুয়েটের অচলাবস্থার অবসানের জন্য সরকার সরাসরি কোন ভূমিকা রাখবে না। ফলে বুয়েট কবে খুলবে কেউ এখনো নির্দিষ্টভাবে বলতে পারছে না।

একজন ছাত্রকে বহিষ্কার এবং এরপর ব্যাপক ভাঙচুরের পর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেও এ ঘটনার নেপথ্যে আরো নানা কারণ রয়েছে। এ কারণেই তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

ছাত্র, শিক্ষকসহ বুয়েটের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে- গত ২৬ ও ২৭শে এপ্রিলের ভাঙচুর, ২৮শে এপ্রিল বুয়েটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পেছনে একাধিক ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে। সূত্রমতে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার মধ্যে পরীক্ষার ব্যাপারটি ছাত্ররা মেনে নিতে পারেনি। কারণ গত বিশ্বকাপ খেলার সময় কর্তৃপক্ষ ১ মাসের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করেছিল। তখনও ছাত্ররা ভাঙচুর করেছিল।

গত ২৫শে এপ্রিল ছাত্রদের দাবির মুখে কর্তৃপক্ষ ১ সপ্তাহের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেয় এবং তখন তারা সাদা কাগজে অঙ্গীকারনামা দাখিল করে যে, পরীক্ষা পেছানোর জন্য তারা আর দাবি তুলতে পারবে না। এজন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা পেছানোর দাবির যৌক্তিকতা না থাকায় তারা এক ছাত্রের বহিষ্কার ঘটনাকে ইস্যু বানিয়ে ভাঙচুর শুরু করে। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ করে দেয়া হয়।

সূত্র জানায়, ছাত্ররা ভাঙচুর করেছে ঠিকই, তবে কিছু ছাত্রকে উৎসাহ যুগিয়েছেন গুটিকয়েক শিক্ষক। ভাঙচুর ঘটনায় যত ছাত্র ছিল, তাদের সবাই জানতো না যে, তারা আসলে কেন ভাঙচুর করছে। ঘটনার আড়ালে থেকে ওই শিক্ষকরা সামনে ঠেলে দিয়েছেন সাধারণ ছাত্রদের। আর এ কারণে বুয়েটে বর্তমানে ছাত্র এবং শিক্ষক পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে এবং একইভাবে ছাত্ররা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করছে।

পুরকৌশল বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে এ ঘটনার জন্য অনেকটা দায়ী করা হয়েছে। এ বিভাগটি বুয়েটের মধ্যে প্রভাবশালী থাকার কারণে তারা চাচ্ছে উপাচার্যের রদবদল হলে সুযোগটা তাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন পাবে।

শিক্ষকদের বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুরের কারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর ক্ষুব্ধ। তারা ছাত্রদের শাস্তি দেয়ার জন্য অতি আগ্রহী। কিন্তু কাউকে শাস্তি দিতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ দরকার।

বুয়েট বন্ধ করে দেয়ার পর এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও সরকারি পর্যায় থেকে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। উপাচার্য প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। শিক্ষামন্ত্রীও এবার এখনো যোগাযোগ করেননি বলে জানা গেছে। গত সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর যাওয়ার কথা ছিল বুয়েটে। কিন্তু তিনি যাননি।

কবে বুয়েট খোলা হবে এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ নূরুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত কোন কিছু বলা যাবে না। তিনি বলেন, বুয়েটের অচল অবস্থার অবসানের জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কারণে আগামী শুক্রবার ১৫ দিনের জন্য আমেরিকা ও কানাডা যাওয়ার কর্মসূচিও তিনি বাতিল করেছেন।

গত ২৯শে এপ্রিল গঠিত ৬ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রধান মেকানিক্যাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মন্ডল 'সংবাদ'কে জানান, কমিটি দিনরাত তদন্তের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজ শেষ করতে কমপক্ষে আরো দুসপ্তাহ সময় লাগবে। তিনি বলেন, রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত বুয়েট খোলার কোন সম্ভাবনা নেই। তদন্ত কমিটির প্রধান আরো বলেন, এ ঘটনার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে কোন গ্রুপিং নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ আছেন কিনা জানা যায়নি।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ মোঃ হোসেন আলী 'সংবাদ'কে জানান, ঘটনার জন্য ছাত্ররাই দায়ী। পুলিশ ইচ্ছে করলে এ ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। কারণ পুলিশের উপস্থিতিতেই সকল ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, কিছু ছাত্রকে শাস্তি দেয়া উচিত। কারণ ক্রিমিনালদের শাস্তি হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আসল ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের জড়ানো হচ্ছে।

বুয়েটের ছাত্রদের মধ্যে এখন নতুন ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে তারা বুয়েট খুলে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে। অনেক ছাত্র আশ্রয় নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে।